তারিখ 03 FEB 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1-2

যুগান্তর

একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষককে স্মরণ

মো. ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস

মহানন্দা নদীর তীরে বাঁশবন, কাশবন আর বাবলাবনে ঘেরা চরকাশিমপুর গ্রাম। এ গ্রামেরই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৩৬ সালে জন্ম মো. আলতাফ হোসেনের। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে তিনি প্রায় ৩০ বছর শিক্ষকতা করার পর ২০০১ সালে অবসর নেন। ২০১৫ সালের ৩১ জানুয়ারি সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তিনি আমার মামা, তাকে বড় মনে পড়ে।

১৯৭১ সাল। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। পাকবাহিনী দেশের বুদ্ধিজীবীদের মেরে ফেলছে, তারা মামাকেও মেরে ফেলবে— এমন কথা শুনে নানী কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। কয়েকদিন পরই মামা পরিবার-পরিজন নিয়ে শহর থেকে বাড়ি এলেন। মামাকে দেখে নানী যেন দেহে পেলেন নতুন প্রাণ। গ্রামের অনেকেই বলল, তার বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। মামা আত্মগোপনে চলে গেলেন নদী পার হয়ে। অপরাধ, তিনি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। পদ-পদবির প্রতি তার কোনো মোহ ছিল না। একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন। জীবনে ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেলেও আদর্শচ্যুত হননি কোনোদিন। রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে রেডিওর সামনে বসতাম। রেডিও তরঙ্গে তার কণ্ঠ

যখন ভেসে আসত তখন গর্বে বুকটা ভরে যেত।

নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের সুবর্ণজয়ন্তীর স্মরণিকায় পড়েছি সাবেক ছাত্রছাত্রীদের লেখায় তার সুনাম। বিদ্যার আলো ছড়াতে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন সেই কলেজে। বিশেষ করে নবাবগঞ্জ কলেজে পরীক্ষা নকলমুক্ত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাদের মেধা ও পরিশ্রমে সে সময়ের ছাত্রছাত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। মামার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের অনেকের কাছেই শুনেছি মামার নিষ্ঠা ও কর্তব্যের কথা। এটাই তো একজন শিক্ষকের বড় পাওয়া। তিনি কাকনহাট কলেজ ও নবীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রতিষ্ঠান দুটি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। মামার পথ ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি। আমার প্রতিটি সাফল্যে তিনি কতই না খুশি হয়েছেন। তিনি আমার জীবনের আদর্শ পুরুষ।

মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। এই সত্যকে মেনে নিয়েই সবাইকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়। মামাও পরিণত বয়সে চিরবিদায় নিয়েছেন। তবে দুঃখ এখানেই, দেশব্যাপী অবরোধের কারণে সিলেট থেকে রাজশাহী যেতে পারিনি আর মামার শেষ বিদায়ে আমার থাকাও হয়নি। এ দুঃখ আমাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

অধ্যাপক ও কোষাধ্যক্ষ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়